ভারতীয় সামাজিক সংস্থা ও রাজনীতি

Section B - **সমাজের কাঠামো এবং জীবনের মূল্যবোধ।**

Unit: I - **বর্ণ প্রথা এবং জাতি ব্যবস্থা।**

বর্ণ ব্যবস্থার চার প্রকার গুণ বিভাজন

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০তম সূক্তের ১২সংখ্যক মন্ত্র।

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।

ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।১২।।

এর (বিরাট পুরুষের) মুখ ব্রাহ্মণ হয়, দুই বাহু হয় ক্ষত্রিয়। উরুদ্বয় হয় বৈশ্য, আর পদদ্বয় থেকে শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে।

মহাভারত। শান্তিপর্ব। ৭২ তম অধ্যায়ের ৩ থেকে ৮ পর্যন্ত শ্লোক গুলি।

পুরুরবা উবাচ

কুতঃস্বিদ্ ব্রাহ্মণো জাতো বর্ণাশ্চাপি কুতস্ত্রয়ঃ।

কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৩॥

পুরুরবা বললেন – (হে বায়ুদেব!) ব্রাহ্মণের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে? অন্য তিন বর্ণেরও কোথা হইতে উৎপত্তি? এবং এই সকলের মধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান শ্রেষ্ঠ কেন? এইটা আমাকে ব্যাখ্যা করে বলুন।

মাতরিশ্বোবাচ

ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম।

বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট ঊরুভ্যাং বৈশ্য এব চ ॥৪॥

বায়ুদেব বললেন – হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়ের, এবং ঊরূদ্বয় থেকে বৈশ্যর।

বর্ণানাং পরিচর্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ।

বর্ণশ্চতুর্থঃ পশ্চাত্ তু পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্মিতঃ॥৫॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ এর পর উপর্যুক্ত তিন বর্ণের সেবার জন্য ব্রহ্মদেবের দুই পা থেকে শূদ্রের জন্ম হয়েছিল।

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামনুজায়তে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোশস্য গুপ্তয়ে ॥ ৬ ॥

ব্রাহ্মণ জন্মাবার পর থেকেই পৃথিবীতে স্থিত সকল ধর্মশাস্ত্রগুলিকে রক্ষা করার জন্য অন্য সকল বর্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ।

অতঃ পৃথিব্যা যন্তারং ক্ষত্রিয়ং দণ্ডধারিণম্।

দ্বিতীয়ং বর্ণমকরোত্ প্রজানামনুগুপ্তয়ে ॥৭॥

তারপর ব্রহ্মা প্রজাগণ কে রক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে শাসন ও দণ্ড প্রদান করাবার জন্য দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি করেছিল।

বৈশ্যস্তু ধনধান্যেন ত্রীন্ বর্ণান্ বিধৃযাদিমান্।

শূদ্রো হ্যেতান্ পরিচরেদিতি ব্রহ্মানুশাসনম্ ॥ ৮॥

বৈশ্যগণ ধনধান্য দ্বারা অন্য তিন বর্ণকে ভরণপোষণ করবে এবং শূদ্র অন্য তিন বর্ণের সেবা কার্যে নিযুক্ত হবে, এইরূপ ব্রাহ্মার নির্দেশ।

গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণের বিভাজন

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ৪ অধ্যায়ের ১৩ ও ১৮ অধ্যায়ের ৪১ থেকে ৪৪ পর্যন্ত শ্লোক গুলি

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্।।৪.১৩।।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয় গুণ এবং কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি সৃষ্টি করেছি। এই সৃষ্টি-কর্মের কর্তা হলেও অবিনাশী, পরমেশ্বর রূপ আমাকে তুমি প্রকৃতপক্ষে অকর্তা বলেই জানবে।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরংতপ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।।১৮.৪১।।

হে পরন্তপ ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তথা শূদ্রদের কর্ম স্বভাবজাত গুণ-অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। ৪১

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্।।১৮.৪২।।

অন্তঃকরণের সংযম, ইন্দ্রিয়াদি দমন, ধর্মপালনের জন্য কষ্টস্বীকার করা, অন্তরে ও বাইরে শুচিতা রক্ষা করা, অপরের অপরাধ ক্ষমা করা, কায়মনোবাক্যে সরল থাকা, বেদ, শাস্ত্র, ঈশ্বর এবং পরলোকাদিতে শ্রদ্ধা রাখা, বেদাদি গ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপন করা এবং পরমাত্মতত্ত্ব অনুভব করা—এ সবই হল ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। ৪২

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।।১৮.৪৩।।

শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হতে পলায়ন না করা, দান করা এবং শাসনক্ষমতা—এই সবই হল ক্ষত্রিয়দের স্বভাবজাত কর্ম। ৪৩

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्।।१८.४४।।

কৃষি, গোপালন, ক্রয়-বিক্রয়রূপ সত্য ব্যবহার* —এইগুলি বৈশ্যদের স্বভাবজাত কর্ম এবং সর্ব বর্ণের সেবা করা হল শূদ্রদের স্বাভাবিক কর্ম। ৪৪

धर्मो रक्षति रक्षितः

* জিনিসপত্রের কেনা-বেচাতে ওজন, মাপ এবং গুনতিতে কম দেওয়া বা বেশি নেওয়া, জিনিস বদলে দেওয়া বা এক প্রকার জিনিসে অন্য খারাপ জিনিস মেশানো বা ভালো জিনিসটি নিয়ে নেওয়া, লাভ-আড়তদারি এবং দালালি স্থির করে তা হতে বেশি নেওয়া বা কম দেওয়া, মিথ্যা-কপটাচার-চুরি বা জোর করে অথবা অন্য কোনও উপায়ে অপরের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া ইত্যাদি দোষ হতে রহিত যে-সব সততাপূর্ণ শুদ্ধ ব্যবসায়, তাকেই বলা হয় সত্য ব্যবহার।